প্রথম আলো মতামত

খোলা চোখে

অভিজিৎ হত্যা: ব্যর্থতা আমাদের

হাসান ফেরদৌস|আপডেট: ১০:৫৬, মার্চ ০৪, ২০১৫| প্রিন্ট সংস্করণ

৩Like ৩১

অভিজিৎ রায় কট্টর মৌলবাদীদের ‘টার্গেট’, এ কথা কোনো গোপন ব্যাপার ছিল না। ফেসবুকে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর নাম উল্লেখ করে খুনের প্রকাশ্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল। সরকার, টেলিফোনে আড়ি পাতা যার এখন রোজকার কাজ, তারা এই হুমকির কথা জানত না, সে কথা বললে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করা হবে। আর জেনে যদি সে হামলা ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে থাকে, সেটি হবে আরও বড় ব্যর্থতা। দেশের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অন্য কারোর নয়, সরকারের।

যেভাবেই দেখি, বাংলাদেশ সরকার নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যর্থতা আমাদেরও। যারা খুন করেছে, তারা ঘোষণা দিয়ে জানান দিয়েছে এই খুনের জন্য তারাই দায়ী। যেন খুব একটা গৌরবের কাজ হয়েছে, তাদের সে ঘোষণায় সে কথা মনে হতে পারে। এরা কেউ ছাত্র, কেউ বন্ধু বা প্রতিবেশী। অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এরা আমাদেরই সন্তান।

এ কেমন ভাই, বন্ধু বা সন্তান, যে খুন করে ও তা নিয়ে গর্ব করে? এ কেমন মূল্যবোধ, যা আমাদের জ্ঞাতসারে, সম্ভবত আমাদের সহায়তায়, তারা সগৌরবে লালন করে?

অভিজিতের একমাত্র অপরাধ, ধর্ম নিয়ে তাঁর ভিন্ন অবস্থান। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে শুধু বিশ্বাস নয়, যুক্তি দিয়ে ধর্মের প্রচলিত নীতি-নিয়মগুলো তিনি যাচাই করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই ভিন্নমত তিনি লিখে জানিয়েছেন, যাঁরা

তাঁর সঙ্গে একমত নন, তাঁদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। কিন্তু কাউকে খুন করেননি, খুনের হুমকি দেননি। অন্যদিকে, নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত গৌরব যাদের, অভিজিতের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে না গিয়ে তারা সেই কাজটিই করেছে, যা তারা সবচেয়ে ভালোভাবে করতে জানে। তারা চোরের মতো গোপনে পেছন থেকে আঘাত হেনে চোরের মতো পালিয়ে গেছে। এ কেবল বর্বরের কাজ নয়, এই কাজ কাপুরুষের।

ক্রোধে, ক্ষোভে কেউ কেউ বলেছেন, এই বাংলাদেশ আমার নয়। তাঁদের এই ক্ষোভের কারণ আমি বুঝি, কিন্তু আমি বলি উল্টো কথা। এটাই আমাদের বাংলাদেশ। আমরাই সজ্ঞানে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছি। ভিন্নমত গ্রহণ বা তার সহাবস্থানে আমরা অপারগ। রাজনীতির প্রশ্নে বলুন, ইতিহাসের প্রশ্নে বলুন, অথবা ধর্মের প্রশ্নে, নিজের লালিত অবস্থানের বাইরে অন্য কোনো বক্তব্য, এমনকি তথ্যও, স্বীকার করার কোনো রেওয়াজ আমাদের মধ্যে নেই। যারা আজকে এই খুন করল, প্রকাশিত তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তারা সবাই মোটামুটি শিক্ষিত, কেউ কেউ হয়তো ছাত্র। নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে, অথবা বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে, কেবল নিজের পরিচিত সত্য আওড়াতেই এরা অভ্যস্ত। এ অভ্যাস তারা পেয়েছে দেশের রাজনীতিকদের কাছ থেকে, বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে। সব বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত কূপমণ্ডূক হব, আর কেবল ধর্মের ব্যাপারে উদার, এ হয় না, হতে পারে না। এই অসহিষ্ণু অবস্থা এক দিনে যেমন হয়নি, তেমনি এক দিনে তা বদলানোও যাবে না। কিন্তু তা যদি আমরা বদলাতে চাই—আর তা যে চাই, সে কথায় আমার শতভাগ আস্থা নেই—কোথাও না কোথাও আমাদের তার চেষ্টা শুরু করতে হবে। এই শুরুটা হতে পারে আমাদের নীরবতা ভাঙার মধ্য দিয়ে। কারণ, চুপ করে থাকার অর্থ অন্যায় মেনে নেওয়া, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা।

সবাইকে হয়তো পাব না, কিন্তু যারা এখনো মুক্তবুদ্ধির চর্চায় বিশ্বাস করে, তারা যদি সবাই স্পষ্টভাবে তাদের নিন্দা ও প্রতিবাদের কথাটা জানান দেয়, তাহলে সেটাই হবে নিহত অভিজিতের প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্রুভেজা পুষ্পাঞ্জলি। অতএব, আসুন, এই কথাটা কোনো ছল-চাতুরী ছাড়াই বলি, হ্যাঁ, আজ আমরা সবাই অভিজিৎ।

হাসান ফেরদৌস: নিউইয়র্কে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি।